মিরপুরের কবরবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ

শিক্ষার মান উন্নয়নসহ সন্তানের প্রতি মায়েদের দায়িত্ব ও করনীয় বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার কবরবাড়ীয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার সকালে বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মিরপুর উপজেলা সহকারী শিক্ষা অফিসার মোঃ রবিউল ইসলাম।

বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মুরাদ হোসেনের সভাপতিত্বে সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির সহ সভাপতি মোঃ বিপুল হোসেন, বারুইপাড়া ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মোঃ আবদার হোসেন, মোঃ সবজেল, মোঃ আরিফুল ইসলামসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। সন্তানের জীবনের প্রথম শিক্ষার হাতেখড়ি মায়ের কাছ থেকেই শুরু হয়। মা একজন সন্তানের জীবনে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। মা একটু সচেতন হলেই সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারেন। বক্তারা সন্তানের পড়ালেখায় মায়েদের আরও দায়িত্বশীল হওয়ার অনুরোধ জানান।

সমাবেশে ছাত্রছাত্রীসহ এলাকার শতাধিক মায়েরা অংশ গ্রহণ করেন।

মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণে জেলেদের গরুর বাছুর প্রদান

কুষ্টিয়ার মিরপুরে দশ জন জেলের মাঝে বকনা গরুর বাছুর প্রদান করা হয়েছে। সোমবার সকালে মিরপুর উপজেলা পরিষদ চত্বরে জেলেদের মাঝে এসব তুলে দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন।

মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ এবং জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের

মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে ‘ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক একটি প্রকল্পে র আওতায় দশ জন জেলেকে এই বকনা গরুর বাছুর প্রদান করা হয়।

এসময় মিরপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আব্দুল কাদির, মিরপুর উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোঃ শরিফুল ইসলাম, কৃষি অফিসার রমেশ চন্দ্র ঘোষসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ এবং জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে এই প্রকল্পের মাধ্যমে ইলিশের উৎপাদন ও প্রাপ্যতা বাড়ানোর মাধ্যমে আমিষের চাহিদা পূরণ হওয়ার পাশাপাশি ইলিশ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমি আশা করি। ফলে খাদ্য নিরাপত্তা বাড়বে ও জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে।

গাংনীতে মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ

গাংনী উপজেলার নওদাপাড়া গ্রামের মুন্সিপাড়া মাদ্রাসা শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগ দিয়েছেন এক শিশুর মা।

আজ রবিবার (১২ জুন) দুপুরের দিকে ওই শিশুটির মা গাংনী থানায় হাজির হয়ে এই অভিযোগটি দায়ের করেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এখলাছুর রহমান কাজিপুর গ্রামের পোস্ট অফিস পাড়া এলাকার একরামুল ইসলামের ছেলে। বর্তমানে সে পলাতক রয়েছে।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক জানান, শিশুটির মায়ের অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে। যেহেতু শিশুটির

বয়স মাত্র ৭/৮ বছর। তার শারীরিক গঠণও অত্যন্ত ক্ষিণ। এছাড়া মেয়ের মা বলেছেন, আমার মেয়েকে ওই শিক্ষক বলেছে এখানে সুয়ে পড়ো।

কাজিপুর ইউনিয়নের নওদাপাড়া গ্রামের (৭নং) ওয়ার্ডের সদস্য মহন আলী জানান, গতকাল শনিবার (১১ জুন) সকালের দিকে এখলাছুর রহমান শিশুটিকে পাঁকা কাঁঠাল খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে একটি নির্জন কক্ষে নিয়ে যায়। পরে সেখানে শিশুটির জামা কাপড় খোলার চেষ্টা করলে শিশুটি চিৎকার দেই। শিশুটির চিৎকারে লোকজন জড়ো হলে মাদ্রসা শিক্ষক এখলাছুর রহমান পালিয়ে যায়।

এঘটনায় ওই শিশুটির পরিবারের পক্ষ থেকে প্রথমে আমার কাছে আসেন। আমি মেটানোর চেষ্টা করেছি। পরে চেয়ারম্যানের কাছে নিয়ে যায় ওই পরিবারটি।

কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন বলেন, আজকে ওই পরিবারটি আমার কাছে এসেছিলেন। আমি তাকে আইনের আশ্রয় নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছি। এছাড়া গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে বিষয়টি অবগত করেন।

গতকাল থেকে বিচারের নামে কালক্ষেপন করায় ভুক্তভোগী পরিবার ও স্থানীয় এলাকাবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য মহন আলী উপরে।

আজ রবিবার সকালের দিকে কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এলাকাবাসী। তবে, মহন আলী মেম্বর বলেন, বিচারের জন্য আমার কাছে আসায় আমি তাদের থানার সাথে যোগাযোগ করতে বলেছি।

হরিণাকুণ্ডুতে মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধর মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে দ্রুতগামী মোটরসাইকেল ধাক্কায় মোস্তফা
(৬০) নামের এক বৃদ্ধর মৃত্যু হয়েছে। রবিবার (১২জুন) আনুমানিক

সকাল ১০টার দিকে উপজেলার রঘুনাথপুর ইউনিয়নের কাছারি তোলা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত মোস্তফা ওই গ্রামের মৃত ইজ্জত আলীর ছেলে।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, মোস্তফা তার বাড়ির সামনে পাকা রাস্তার উপর দাড়িয়ে থাকলে, দ্রুতগামী একটি মোটরসাইকেল তাকে ধাক্কা দিলে রাস্তার উপর ছিটকে পড়ে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে হরিনাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে হরিণাকুণ্ডু স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কর্মরত মেডিক্যাল সার্জনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, রোগীকে সকাল ১০.৪৫ মিনিটে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে আসলে তাকে প্রাথমিক ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। রোগীর মাথার পেছনে ও নাক কান দিয়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ দেখা গিয়েছিলো। রোগীর অবস্থা অবনতি হলে আমরা উন্নত চিকিৎসার জন্য তাদেরকে বিশেষ ভাবে পরামর্শ দিয়েছিলাম। আমরা সার্বক্ষণিক রোগীর চিকিৎসার কাজে নিয়োজিত ছিলাম তবে ১১◌ঃ১০ ঘটিকায় তিনি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান বলে জানান ডাঃ খন্দকার বনি আমিনা।

হরিণাকুণ্ডু থানার ইন্সপেক্টর (তদন্ত) রিয়াজুল ইসলাম জানান, এখন পর্যন্ত কোন মামলা হয়নি। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ দিলে আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে সাংবাদিকদের সাথে স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থীর মতবিনিমিয়

আগামী ১৫জুন ঝিনাইদহ পৌরভার নির্বাচন উপলক্ষে ঝিনাইদহে কর্মরত প্রিন্ট ও ইলেকট্রোনিক্স মিডিয়ার সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় ও নির্বাচনী ইশতেহার ঘোষণা করেন পৌরসভার স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজল।

রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায় শহরের আহার রেষ্টুরেন্টে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেয়র প্রার্থী হিজল অসুস্থ থাকায় তার ভাই লতিফ শাহরিয়ার জাহেদী প্রজ্জ্বল সাংবাদিকদের সামনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন।

লিখিত বক্তব্যে বলেন মনোনয়ন পত্র দাখিল করার আগেই গত ১৫মে আমার বসত বাড়ী ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসী হামলা, ভাংচুর ও লুটপাট করা হয়। এরপর একটি রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে আনুষ্ঠিানিক ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়।

আমরা বিষয়টি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলেও পরক্ষণে আমার নির্বাচনী প্রচারাভিযানে নৌকা প্রতিকের কর্মীরা আমার মাইক ভাংচুর করে, যা আপনাদের মাধ্যমে ঝিনাইদহসহ দেশবাসী আবগত হয়। এ অবস্থায় ১জুন আমার কর্মী সমর্থক নিয়ে নারকেল গাছ মার্কার প্রচরাভিযান চলা কালে প্রতিপক্ষ নৌকার কর্মী সমর্থকরা আমাকে হত্যার উদ্দশ্যে হামলা চালায় এতে আমি ও আমার ভাই পিপুল সহ আমার ১০/১২কর্মী সমর্থকে মারত্মক ভাবে আহত করে। ঘটনাটি কোর্ট পর্যন্ত গড়াই এবং উল্টো আমাদের নামে মিথ্য মামলা দিয়ে হয়রানী করে। এক সপ্তাহ ধরে আমি উন্নত চিকিৎসা গ্রহন করে এখন কিছুটা সুস্থ।

এই সংকটকালীন সময়ে আমার অনুপস্থিতিতে আমার পক্ষ হয়ে কর্মী সমর্থকরা যারা ভোট চেয়েছে তাদেরকেও হুমকী, বা বিভিন্ন ভাবে ভয় ভীতি প্রদর্শণ করা হচ্ছে।

মতবিনিময় সভায় তিনি জানান আমি একটি সন্ত্রাস মুক্ত, পেশি শক্তি মুক্ত অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচন আশাকরি। তিনি নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। নির্বাচন কমিশনের নিকট সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য জোর দাবি জানান এবং সকলের সহযোগী কামনা করেন।

লিখিত বক্তব্য শেষে তার নির্বাচনের ইশতেহার গণমাধ্যম কর্মীদের হাতে তুলেদেন। ইশতেহারে তিনি উল্লেখ করেন নির্বাচিত হলে পরামর্শক কমিটি গঠন করে ত্রৈমাসিক নাগরিক সভার মাধ্যমে নাগরিকদের খোজ খবর নেবেন, এছাড়া খাদ্য, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, ট্যাক্স না বাড়িয়ে সেবার মান বৃদ্ধি, মাদক ও সন্ত্রাসমুক্ত নগর গড়ে তোলা, পয়ঃনিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, সাংস্কৃাতিক কর্মকান্ড ও খেলাধুলার বিকাশ সাধন, কর্মমূখী শিক্ষা ও দক্ষ জনশক্তি তৈরী, বিনামূল্যে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের

সুযোগ সৃষ্টি, নারী উন্নয়ন ও অধিকার প্রষ্ঠিায় সহযোগীতা, অবকাঠামো উন্নয়নসহ ১৩ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেন। এ সময় ঝিনাইদহের সুশিল সমাজের ব্যক্তিবর্গ এবং গণ মাধ্যম কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

পরিবার থেকে নারীর প্রতি সম্মানের শিক্ষা দিতে হবে

কুষ্টিয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসন ও মহিলা অধিদফতরের যৌথ আয়োজনে সভায় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন করেন, কুষ্টিয়া মহিলা বিষয়ক অধিদফতরের উপ-পরিচালক নুরে সফুরা ফেরদৌস।

মতবিনিময় সভায় বক্তৃতাকালে কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ সাইদুল ইসলাম বলেন, বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক অপরাধ। বাল্যবিবাহ যখন হয়, তখন তা একটি পরিবার থেকেই হয়। তাই বাল্যবিবাহ নিজেদের পরিবারেই প্রথম রোধ করতে হবে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সকল প্রকার সামাজিক বাধাসমূহ রোধ করা সম্ভব।

তিনি বলেন, বিজ্ঞানসম্মতভাবে চিন্তা করলে দেখা যায়, বারো বছরের একটা মেয়ে সন্তান নেওয়ার শারীরিক অবস্থায় থাকে না। শারীরিক জটিলতায় ভুগতে হয়। আজ এখানে আমরা যারা আছি, সবাই এই শিক্ষা নিই, আঠারো বছরের নিচে কোনো মেয়েকে বিয়ে দেব না এবং আমাদের প্রতিবেশি ও আত্মীয়-স্বজনদেরকে এই বিষয়ে বুঝাব।

জেলা প্রশাসক বলেন, ইভটিজিংও ঘর থেকেই শুরু হয়। এর কারণ হল, একজন নারীকে যখন অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয় তখন সে ফ্যামিলির সব বিষয় একা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। স্বামীর নির্যাতনের শিকার হয়, পরিবারের বাচ্চারা তা দেখে দেখে শিখে। তখন ছেলে সন্তানেরা মনে করে এভাবে বউকে নির্যাতন করতে হয়, মেয়েরা মনে করে বিয়ের পরে

তাদের হয়তো এভাবেই নির্যাতন সহ্য করতে হয়। তখন দায়ভার আমাদের সবার ওপরই পড়ে।

তিনি বলেন, প্রত্যেকটি পরিবারেই ছেলে-মেয়েদেরকে শিক্ষা দিতে হবে কিভাবে নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। কিভাবে নারীর সঙ্গে আচরণ করতে হয়।

তিনি আরও বলেন, ২০৪১ সালে আমরা একটি উন্নত দেশে যেতে চাই। সরকার সে লক্ষ্যে কাজ করছে। বর্তমান সরকার নারীবান্ধব সরকার। নারীদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আমাদেরকেও বাল্যবিবাহ রোধে এগিয়ে আসতে হবে। এসময় তিনি এলাকার মসজিদের ইমামগেণেক বাল্যবিবাহ রোধ করতে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান জানান।

মুক্ত আলোচনায় বক্তব্য রাখেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শারমিন আক্তার, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক মৃণাল কান্তি দে, কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, জিপি এ্যাড, আসম আক্তারুজ্জামান মাসুম, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা দীনেশ সরকার, দৌলতপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এজাজ আহম্মেদ মামুন, জেলা শিক্ষা অফিসার জায়েদুর রহমান, শিশু একাডেমীর কর্মকর্তা মখলেছুর রহমান, কুষ্টিয়া সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব, আফসার উদ্দিন গার্লস ফাজিল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হাফেজ মোঃ আব্দুল করিম, কুষ্টিয়া সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহা: মোজাম্মেল হকসহ সংশ্লিষ্টরা।

মতবিনিময় সভায় নারীর প্রতি সহিংসতা ও বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ কল্পে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বক্তারা বলেন, নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকারের ৯৯৯ কল সেন্টার সার্বক্ষণিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। নারীর সম্মান, অধিকার নিশ্চিত করতে আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পর্যায় থেকে কাজ করতে হবে। সহিংসতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জোরদার করতে হবে।

এছাড়াও উপস্থিত বক্তারা আরো বলেন, নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে সমাজকে এগিয়ে নিতে পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সামাজিক সচেতনতার বিকল্প নেই। নারীর নীরবতার সুযোগ নিয়েই নির্যাতনের পরিধি বাড়ছে সমাজজুড়ে। নারী-পুরুষনির্বিশেষে সামাজিক সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে, কর্মক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদের মাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংসতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব বলে জানা উপস্থিত বক্তারা।

বিশ্বনবী সম্পর্কে অবমানাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনায় বিক্ষোভ সমাবেশ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির জ্যেষ্ঠ দুই নেতার অবমাননাকর বক্তব্যের প্রতিবাদে দর্শনা কেরু বাজার মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্টিত হয়েছে।

শনিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় কেরুজ বাজার মাঠে দর্শনা পৌর ইমাম সমিতির আয়োজনে কেরুজ বাজার মাঠে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় বক্তারা বলেন, বিশ্ব মুসলিমদের হৃদয়ের স্পন্দন মহানবী (সা.) কে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য কোনো মুসলমানই মেনে নিতে পারে না। এসময় তারা বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান।

আরো বলেন, ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির নেত্রী নুপুর শর্মা কর্তৃক মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির দায়ে ভারত সরকারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে ক্ষমা চাইতে হবে। এছাড়াও ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দুই নেতার কটুক্তির প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিন্দা জানানোর দাবি জানান দর্শনা পৌর ইমাম সমিতি।

সম্প্রতি ভারতীয় একটি টেলিভিশন বিতর্কে অংশ নিয়ে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) ও তার স্ত্রী আয়েশা (রা.) সম্পর্কে অবমাননাকর বক্তব্য দেন নুপুর শর্মা। পরে একই বিষয়ে টুইটারে পোস্ট দেন নাভিন কুমার জিন্দাল।

এ বক্তব্য নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে এ নিয়ে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে সামাজিক যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ফেসবুকে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সাথে বিশ্বের অনেক মুসলিম দেশ প্রতিবাদ জানিয়েছে।

এ প্রতিবাদ বিক্ষোভ সমাবেশে ঈমাম সমিতির সভাপতি ও দর্শনা পুরাতন

মসজিদের পেশ ইমাম নৃরুল ইসলামের নেতৃত্বে বক্তব্য রাখেন, দর্শনা বাসস্ট্যান্ড জামে মসজিদের ঈমাম ওসমান গণি,ঈশ্বরচন্দ্রপুর জামে মসজিদের ইমাম মোস্তাফিজুর রহমান।

এ ছাড়া দর্শনাসহ আশপাশ ৩৬ টি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনসহ প্রায় ১ হাজার থেকে ১২ শ মুসল্লিরা এ বিক্ষোভ সামাবেশে অংশ নেন।

বারাদি ইউপি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী গণসংযোগে জাসদের নেতৃবৃন্দ

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের দলীয় প্রার্থী নুরু উছ সাফা প্লাবনের মশাল মার্কা প্রতিকের জয় সুনিশ্চিত করতে নির্বাচনী পথসভা ও ভোট চেয়ে প্রচার প্রচারণা চালিয়েছেন কেন্দ্রীয় ও জেলা জাসদের নেতৃবৃন্দ।

শনিবার বারাদি ইউনিয়নের সিংহাটি গ্রামের বিভিন্ন ওয়ার্ডে নির্বাচনী প্রচারণা চালান তারা।

এসময় জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, মেহেরপুর জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, ভেড়ামার পৌরসভার মেয়র ও কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সদস্য আনোয়ারুল কবির টুটুল, নুরু উছ সাফা প্লাবন সহ দলীয় নেতাকর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

মহানবী (সাঃ) কে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ

“বিশ্ব নবীর অপমান, সইবে নারে মুসলমান”। “নুপুর শর্মার দুই গালে জুতা মারো তালে তালে” এ শ্লোগানে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে ঝিনাইদহ শহর। হাজারো মানুষের বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে রাজপথ।

শনিবার বাদ আসর রাসুল পাক (সাঃ) কে নিয়ে কটুক্তির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশের আয়োজন করে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। বিকেলে শহরের পুরাতন ডিসি কোর্ট চত্বর থেকে মিছিল বের করা হয়।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এ কর্মসুচির আয়োজন করলেও সাধারণ মানুষ প্রিয় নবীর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করতে শরীক হন বিক্ষোভ সমাবেশে। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে পায়রা চত্বরে এসে শেষ হয়। সমাবেশে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলা শাখার নেতৃবৃন্দসহ ইসলামী শ্রমিক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মীরা বক্তব্য রাখেন।

বিকালে জেলা শহরের বিভিন্ন মসজিদ থেকে সাধারণ মুসল্লীরা আসরের নামাজ পড়ে ঝিনাইদহ শহরের পুরানো ডিসিকোর্ট চত্বরে জড়ো হতে থাকেন। জেলার অন্যান্য শহরেও এই বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। জেলার শৈলকুপার বিভিন্ন গ্রামে ও ইসলামী ভার্সিটিতে শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন।

মিছিল থেকে শিক্ষার্থীরা ভারতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) কে নিয়ে বিজেপি’র দুই নেতা কর্তৃক কটুক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানান। সেই সাথে তার দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির নিশ্চিত করতে বিশ্ব নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান।

বক্তরা বলেন, বিজেপি সরকার সম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে। ভারতবর্ষের হাজার বছরের সম্প্রীতি নষ্ট করতে হনুমান সরকারের মন্ত্রী ও নেতারা মুসলিমদের জোর করে জয় শ্রীরাম বলাচ্ছে। গরুর গোস্ত রাখার অপরাধে মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যা করছে। ভারতের মুসলমানদের পাশাপাশি নিম্নবর্নের হিন্দুরাও বিজেপির নির্যাতনের

শিকার হচ্ছে।

শৈলকুপায় মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচীর সভা অনুষ্ঠিত

শেখ হাসিনার বারতা নারী পুরুষ সমতা এই শ্লোগানকে সামনে রেখে ঝিনাইদহের শৈলকুপায় দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচীর সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার সকাল ১১টার দিকে শৈলকুপা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার রাশেদ আল মামুন।

স্বাস্থ্য পরিদর্শক মোঃ শহিদুল ইসলামের সঞ্চালনায় সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কানিজ ফাতেমা লিজা, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা রেশমা খানম, ইউ এফ পি ও আব্দুল মজিদ,এসআই নাইমুজ্জামান, ইউপিআই সুপার আশরাফুজ্জামান ও মেডিকেল অফিসার শাহনেওয়াজ ইবনে কাশিম।

অনুষ্ঠানে দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচীর ২০২১-২২ অর্থ বছরের ইউনিয়ন ও পৌরসভা রিসোর্সপূল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।